DSMS
Group of Institutions

JAGRIতি

DSMS College of Tourism & Management

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”

DSMS Group of Institutions

JAGRIতি

We extend our heartfelt thanks to the faculty, students and contributors who have made this edition possible.
Your creativity and dedication reflect the true spirit of DSMS college.

Stay connected

Website: DSMS college

Email: info@dsmsindia.org

Instagram: dsms college

TABLE OF CONTENTS

OUR CLUB 01

GROUP PHOTOS 02

DESK OF PRINCIPAL 03

DESK OF CLUB MENTOR 04

DESK OF PRESIDENT 05

DESK OF SECRETARY 06

POEM BY SK WASIM AKRAM 07

POEM BY SHUBHRONIL CHAKRABORTY 08

GARGI'S ART SECTION 09-10

POEM 11

ESSAY BY SOURAV CHATTERJEE 12

POEM BY AISHI CHATTERJEE 13

SOCIAL MESSAGEBY DOYAL MUKHERJEE 14

PHOTOS TAKEN BY STUDENTS 15

POEM BY TULIKA ROY 16

TABLE OF CONTENTS

EVENT PHOTOS 17-21

POEWM BY TANUSHREE PAUL 22

OUR CLUB

About Our Club

The Literary Club of DSMS College is a vibrant platform designed to nurture the creative and intellectual talents of students. It aims to cultivate a love for literature, enhance communication skills, and encourage self-expression among its members. The club provides an inclusive space for students to explore and celebrate various forms of literature, from poetry and prose to drama and public speaking. Mr. Shubhranil Chakraborty, on the eve of late November 2024, discussed the idea with faculty coordinators, and in December 2024, the club officially announced its name 'Boithok' – approved by Hon'ble Secretary of DSMS College Ms. Siuli Mukherjee.

Boithok- the Literary Club of DSMS has already officially announced the Club establishment on 21st February 2025, International Mother Language Day.

Faculty Coordinators:

Dr. Moumita Kar, Professor and Principal, DSMS College of Tourism and Management

Mr. Subhadip Chowdhury, Assistant Professor

Ms. Runa Chatterjee, Assistant Professor

Student Leaders

Wasim Akram

4. Student Leaders: New BOD and Members as of 08.08.2025

Sayan Das, BBA 3rd Semester (2024-28), as President

Shubhranil Chakraborty, BBA 5th Semester (2023-27), as Vice-President

Tulika Roy, BBAHM 3rd Semester (2024-28), as Secretary

Jayeeta Bishoyi, BBA 3rd Semester (2024-28), as Head- Cultural Coordinator

Snigdha mondal, BBA 3rd Semester (2024-28), as Cultural Coordinator

Aishi Chattopadhyay, BBAHM 3rd Semester (2024-28), as Cultural Coordinator

Sk. Wasim, BCA 3rd Semester (2024-28), as Editor

Pankaj Mukherjee, BBA 3rd Semester (2024-28), as Editor and Social Media Management

Dibesh Mishra, BBA 3rd Semester (2024-28), in Photo and Videography

Tuhin Kundu, BBA 3rd Semester (2024-28), as Photo and Videography

Ramit Kundu,BHM 5th Semester (2023-27), as Treasurer.

P PH T S

GPS Map Camera
Durgapur,West Bengal,India
Dr Zakir Hussain Avenue, Bidhan Nagar,

DESK OF PRINCIPAL

Dr. Moumita Kaur

আমাদের প্রিয় কলেজ একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বৈঠকের(Literary Club of DSMS) সদস্যদের অনেক দিনের একটি ইচ্ছে কে রূপ দিতে খুব আগ্রহী ছিল। তারই ফলস্বরূপ আমরা পেয়ে গেছি আমাদের নতুন e-magazine JAGRIতি। পত্রিকাটি দেখার অপেক্ষায় রইলাম। জানি যে যা কিছু সুন্দর, তা আমাদের মধ্যে বা আশেপাশেই আছে, শুধু আমাদেরই খুঁজে নেওয়ার অপেক্ষায়। তেমনই হয়তো দুই চার ক্ষণ, একটি পরিশ্রমিয়মান মুহূর্ত লেখার আঁকা বাঁকা পথে এসে আমাদের কাছে ধরা দেবে....জানতে পারব সেই তরুণ মনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশার ছোট, ছোট গল্পগুলি। বুঝে নিতে পারবো তাদের ভাবনা, মেধা ও কল্পনা কোন মায়াজাল সৃষ্টি করেছে যা আমাদের চেতনা সত্যকে আবারও একবার নতুন করে চিনতে শেখাবে!

শিক্ষা কেবল অর্জন নয়; শিক্ষা এক ধরনের মননচর্চা, এক ধরনের মানুষ হয়ে ওঠার অভিযাত্রা। আমরা চাই, আমাদের ছাত্র, ছাত্রীরা শুধু জ্ঞানেই সমৃদ্ধ না হয়ে — মানবিকতায়, সংবেদনশীলতায় এবং পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতায়ও বড় হয়ে উঠুক। কারণ, সত্যিকারের শিক্ষিত মানুষ শুধু নিজের পথই খুঁজে নেয় না, অন্যের পথেও আলোকিত করে।

এই পত্রিকা সেই আলোরই বহনকারী—তোমাদের সৃষ্টির দীপ্তি আমাদের প্রেরণা। এগিয়ে চলো, লিখে যাও, ভাবতে শেখো, এবং সবচেয়ে বড় কথা—মানুষ হয়ে উঠো।

সকল সৃষ্টিশীল মনকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

DESK OF CLUB MENTOR

MR. Shuvodeep choudhury

২০২৪ এর ডিসেম্বরের শীতকালে এক আড্ডাতে চূড়ান্ত হ'ল একটি সাহিত্যধর্মী ক্লাব খোলা যাক। সমমানসিকতার দল ও বল জুটে গেল, আর ২০২৫ এর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আত্মপ্রকাশ পেল ডিএসএমএসের লিটারারি ক্লাব 'বৈঠক'। নিছক আড্ডা থেকে বিভিন্ন সুস্থ সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা থেকে শুরু করে ৮০+ বই বিশিষ্ট লাইব্রেরি, সব চলছে ছোট্ট ছোট্ট পায়ে। জাগৃতি কলেজের ম্যাগাজিন, অনেকদিন ধরে করছি-করব বলে কালের বিস্মৃতির আড়ালেই প্রায় চলে গেছিল। উদ্যমী ছাত্র-ছাত্রীর হাত ধরে শুরু হল সেই জাগৃতির প্রকাশনা। আপাতত অনলাইন, পরে উপযুক্ত নিবদ্ধীকরণ সহ ছাপার অক্ষরেও পাওয়া যাবে 'জাগৃতি'! শ্রদ্ধেয়া সেক্রেটারী ম্যাডাম 'জাগৃতি' নামকরণ করেছেন ম্যাগাজিনটির। সকল ক্লাব মেম্বার ও ক্লাব মেন্টরদের আমার শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা।

শুভদীপ চৌধুরী
ক্লাব মেন্টর

DESK OF PRESIDENT

Mr. Sayan Das

✒️ From the President’s Desk

Literary Club of DSMS – “বৈঠক”

> “Words are, in my not-so-humble opinion, our most inexhaustible source of magic.”
> — J.K. Rowling

At বৈঠক, we believe in that magic. Literature, to us, is not merely an art — it is a journey through time, emotion, and thought. Each poem we read, each story we share, and each discussion we hold becomes a bridge connecting minds and hearts.

As the President of বৈঠক, I have witnessed how a simple conversation about a line from Tagore, a metaphor from Shakespeare, or a dream from Kafka can turn into a spark that inspires creativity and reflection. Our club is where ideas are not confined by syllabus or structure — they flow freely, like the verses of Jibanananda Das or the musings of Virginia Woolf.

> “We write to taste life twice — in the moment and in retrospect.”
> — Anaïs Nin

Through our events, workshops, and publications, we strive to give every student that very taste — to let them express, question, and rediscover themselves through the beauty of words. বৈঠক is not just a club; it is a celebration of expression, a platform for voices that dare to think differently.

This magazine is the reflection of that spirit — a collection of dreams, dialogues, and discoveries. To every contributor and reader, I extend my heartfelt gratitude for being part of this journey.

> “Let us read, and let us dance — these two amusements will never do any harm to the world.”
> — Voltaire

So let us continue to read passionately, write fearlessly, and think boundlessly. Because every বৈঠক is more than a meeting — it is a gathering of souls who believe that words can indeed change the world.

– Sayan Das
President,
Literary Club of DSMS “বৈঠক”

DESK OF SECRETARY

Ms. Tulika Roy

Literature is a comprehensive essence of the intellectual life of a nation.
- William Shakespeare

Whether it's reading books or writing poetry, my love for literature has been there since childhood.

As a Secretary of "বৈঠক" for me where I can showcase my creations, In my eyes "বৈঠক" is a club where all members can bring out their inner literary talent. On behalf of "বৈঠক" as we undertake the initiative to publish an E-Magazine , I sincerely hope that each and every member will adorn it with their unique creations. Their own work to make it beautiful.

Thanks and regards
Tulika Roy
Secretary of DSMS Literary Club "বৈঠক"

হারিয়ে যাওয়ার খোঁজে

সেখ ওয়াসিম আক্রম

আমি দাঁড়িয়ে আছি,
হয়তো থাকবো আরো দশ বছর।
হয়তো তারও বেশি !
কিন্তু এক মুহূর্ত কম না ।
আচ্ছা সে গাছটা কি থাকবে ?
নাকি হারিয়ে যাবে ওই মুহূর্তগুলোর
মতো।
আবার থেকেও যেতে পারে,
সেই পয়সা ওয়ালা ভিখিরির মনের
অন্তরালে।
শুনলাম নাকি মাস কয়েক পর-
ওখানে একটা পাকা রাস্তা তৈরি হবে !
পিচের আস্তরণ তুলে ফেললে-
তখনও কি দেখা যাবে সে দু জোড়া
পায়ের ছাপ ?
কবিতার খাতা হারিয়ে গেলে -
তখনও কি মন খারাপ হবে ?
তখনও কি ডায়েরি খুললে -
দেখতে পাবো কয়েকটা তারিখ ?
তখন কি চশমার কাঁচ আরো পুরু হবে ?
নাকি ফ্রেমটার দরকার আর পড়বে না
আর ?
বাদামি চোখগুলো তখনও কি-
হাজারের ভিড়ে সেই ঘাড় পর্যন্ত কাটা
চুলগুলোর খোঁজ করবে ?

বাংলা খাতার তলায় রাখা
চিঠিতে -
ভালো হাতের লেখায় তোমার
নাম লেখা আছে।
লাল কালির আঁচড়ে যদিও তা
অস্পষ্ট ;
তবে বাম বুকের চোখ দিয়ে
আজও দৃশ্য।
মান হুঁশ দিয়ে তৈরি যন্ত্ররা
হারিয়ে যায় !
জড়বস্তুর উজ্জ্বলতা হ্রাস পায়
কালক্রমে ,
সব ঠিকই আছে শুধু নীল
মলাট দেওয়া বইয়ের মানুষটা -
না হতে পারার দুঃখ জমে
আছে বাতাসে।

remembering GURUDEV RABINDRANATH TAGORE

Shubhranil Chakraborty
BBA 2nd Sem, 1st Year

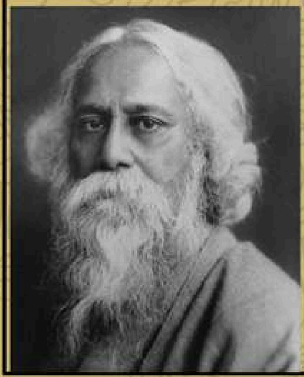

প্রতিদিনের নিত্য কাজকর্মের সঙ্গে গানটা আমাদের একটা নিত্য সঙ্গী বলা যেতে পারে। রান্না করার সময়, কাজ করার সময়, পড়তে পড়তে বা হেঁটে হেঁটে কানে হেডফোন দিয়ে বা মুখে গুনগুন করে গান গাওয়াটা মানুষের একটা চিরাচরিত অভ্যাস।

সেইরকমই গান সম্পর্কে কিছু চিন্তা বলার জন্য আজ লিখতে বসেছি। সেটা যদি আবার রবীন্দ্রসংগীত হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই। সংগীতজ্ঞ কিংবা শ্রুতিধর নেই যে লোক না কেন; কবিগুরুর গানের কথা ও সুর উভয়ই এক-দুবার শুনলেই পড়েই মনে থেকে যায়। অবাক লাগে একটা জিনিস ভাবলে যে আজকের যুগে আমাদের মতো বাঁধনছাড়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই রবীন্দ্রসংগীত পছন্দ করে কিন্তু কেন? কেন আজও রবীন্দ্রনাথের গান মানুষের মনে এতটা স্পর্শ করে? বাংলাতে অন্য ধারার গানগুলিও তো প্রচলিত ছিল যেমন- অতুলপ্রসাদের গান কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের গান দ্বিজেন্দ্রগীতি ইত্যাদি।

কাউকে কটাক্ষ করে কথা বলার আমার কোনো ইচ্ছা নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে, মানুষ কি এমন কিছু খুঁজে পেত, যে ছাড়া তাদের হৃদয়াসনে কবিগুরুর গানকেই অতি সম্মানের সঙ্গে সংস্থাপন করলো। আমার মনে হয় মানুষ তাঁর গানের মধ্যে সমস্ত বিষয়ের সন্ধান পেয়েছিল। প্রেম, পূজা, প্রকৃতি, দর্শন, বিরহ, এমনকি ভারতের শাস্ত্রীয়সঙ্গীত, রাগপ্রধান গান, বাউলাঙ্গের গান, কীর্তনাঙ্গের গান, টপ্পাঙ্গের গান, বেদ-বেদান্ত এগুলির প্রভাবও লক্ষ করা যায়। সবাই হয়তো এটাই চেয়েছিল যে একের মধ্যে যদি সব কিছু পাওয়া যেত। এই কারণেই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ধূমকেতুর মতো আসলেন এবং সৃষ্টি করলেন অভাবনীয় এক সংগীত ধারার।

একটু আগেই যে সমস্ত মহারথীদের নাম করছিলাম, তাঁদের গানের যোগ্যও আমি নই। আজ বেশি না হলেও তাঁদের গান কিছু মানুষের মনে এখনও রয়ে গেছে। এই সব গান গাওয়ার একটা distinctive style ছিল। যদি একটু সন্ধান করা যায় তাহলে দেখা যাবে, শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী রেণুকা দাসগুপ্ত এঁদের গায়কীর ধরনটা অন্য গায়কদের থেকে স্বতন্ত্র। অর্থাৎ গানের কথা উচ্চারণ, গলা ফাঁকিয়ে গাওয়া সবটাই অন্য গায়কদের থেকে আলাদা। এই গায়কীর ধরনটাকেই কবিগুরু নিজের গানে ব্যবহার করলেন। তাই রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমেই অন্যান্য সংগীতধারা অমর হয়ে আছে। তৈরি হলো এক নতুন ধারা রবীন্দ্র ধারা। এই ধারার সঙ্গে বিষ্ণুপুর ধারার অনেক সাদৃশ্য আছে। কারণ রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদটিকে বেশির ভাগ গানেই ব্যবহার করা হয়েছে যা বিষ্ণুপুর ধারার মূল অঙ্গ।

শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র, শ্রীমতী নীলিমা সেন, শ্রীমতী পূর্ণ দাস, শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীরা আমৃত্যু এই ধারাটিই অনুসরণ করতেন। কিন্তু অনেক শ্রোতারা তাঁদের এই গায়কী গ্রহণ করতে অক্ষম হলেন। গাওয়ার সময় কথাগুলোর উচ্চারণ অস্পষ্ট হওয়ার ফলে তাঁদের কাছে গানের অর্থ ঠিক হয়ে উঠলো না। ফলে রবীন্দ্রসংগীত তাঁদের কাছে অতটা প্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি।

তবে রবীন্দ্রসংগীতের এই নতুন পরিবর্তিত আঙ্গিক শ্রোতাদের মন জিতে নেয় (দেবব্রত বিশ্বাস)। নিজের মতো করে গাওয়া তাঁর সবথেকে ভালোবাসতেন। পতিপ্রথাগত রবীন্দ্রসংগীত গায়কীর কথা উচ্চারণ অস্পষ্ট হওয়ার দরুন পতিপ বিশ্বাস কবিগুরুর গানকে সবার সামনে তুলে ধরেন। স্বরূপ দিক দিয়ে অতটা মাধুর্য পতিপ কোনোদিনও পেতেন না। বিশ্বভারতীর সংগীতভবনের অধ্যক্ষ আচার্য শচীন্দ্র ঘোষ তাঁকে ভীষণ উৎসাহ দিতেন, নিজের মতো করে আবেগ দিয়ে গান গাওয়ার জন্য। বিশ্বভারতীর ত্রিপক্ষ তাঁর বিপক্ষে হলেও শ্রোতারা তাঁর বজ্রমুষ্ঠির তুল্য কণ্ঠস্বরকে সহজে গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয় তাঁর গায়কী সৃষ্টি করলো রবীন্দ্রসংগীতের আর এক নতুন ধারা। যে ধারার গায়কী সুস্পষ্ট উচ্চারণ ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে পরিচিত হলো।

রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত কিছু নির্দিষ্ট বাদ্যযন্ত্র আছে যেমন এসরাজ, সেতার, একতারা, মন্দিরা, হারমোনিয়াম, তবলা। কবিগুরুর সৃষ্টি কিছু রাবীন্দ্রিক তালও রয়েছে যেমন অর্ধঝাপ, একতাল, ঝাঁপতাল, ষষ্ঠী ইত্যাদি।

এছাড়াও রবীন্দ্রসংগীতে লক্ষ্য করা যায় অন্যান্য মহাপুরুষদের প্রভাব। যেমন
প্রভু যীশুকে শ্রদ্ধা নিবেদন –
“ আজি শুভদিনে পিতারভবন অমৃত সদন যাই ”
আবার রয়েছে বুদ্ধদেবকে নিয়ে লেখা তাঁর অমর সংগীত “ পরশ ধরো মাঝে ”
ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে নিয়ে লিখেছেন –
“ আমি চিনে গো চিনে তোমারে
ওগো বিদেশিনী ”

সবশেষে বলা যেতে পারে কবিগুরু হলেন আমাদের Friend , Philosopher and Guide। তাঁর গানে এমন অনেক দার্শনিক ভাবনা রয়েছে যা মানুষকে প্রতিটি মুহূর্তে অনুপ্রেরণা দেয়, মন জোর দেয়, সাহস দেয়। সুচিত্রা মিত্রের কথায়
“ রবীন্দ্রসংগীত গাইবার আগে সমগ্র রবীন্দ্রনাথ জানতে হবে। তাঁর ভাবনা, চিন্তা, সবটাকে জানতে হবে ”। এমনকি মৃত্যুর মতো কঠিন বিষয়ও তাঁর গানের বিষয়, “ আছে দুঃখ , আছে মৃত্যু ”।

I S T S TI

1

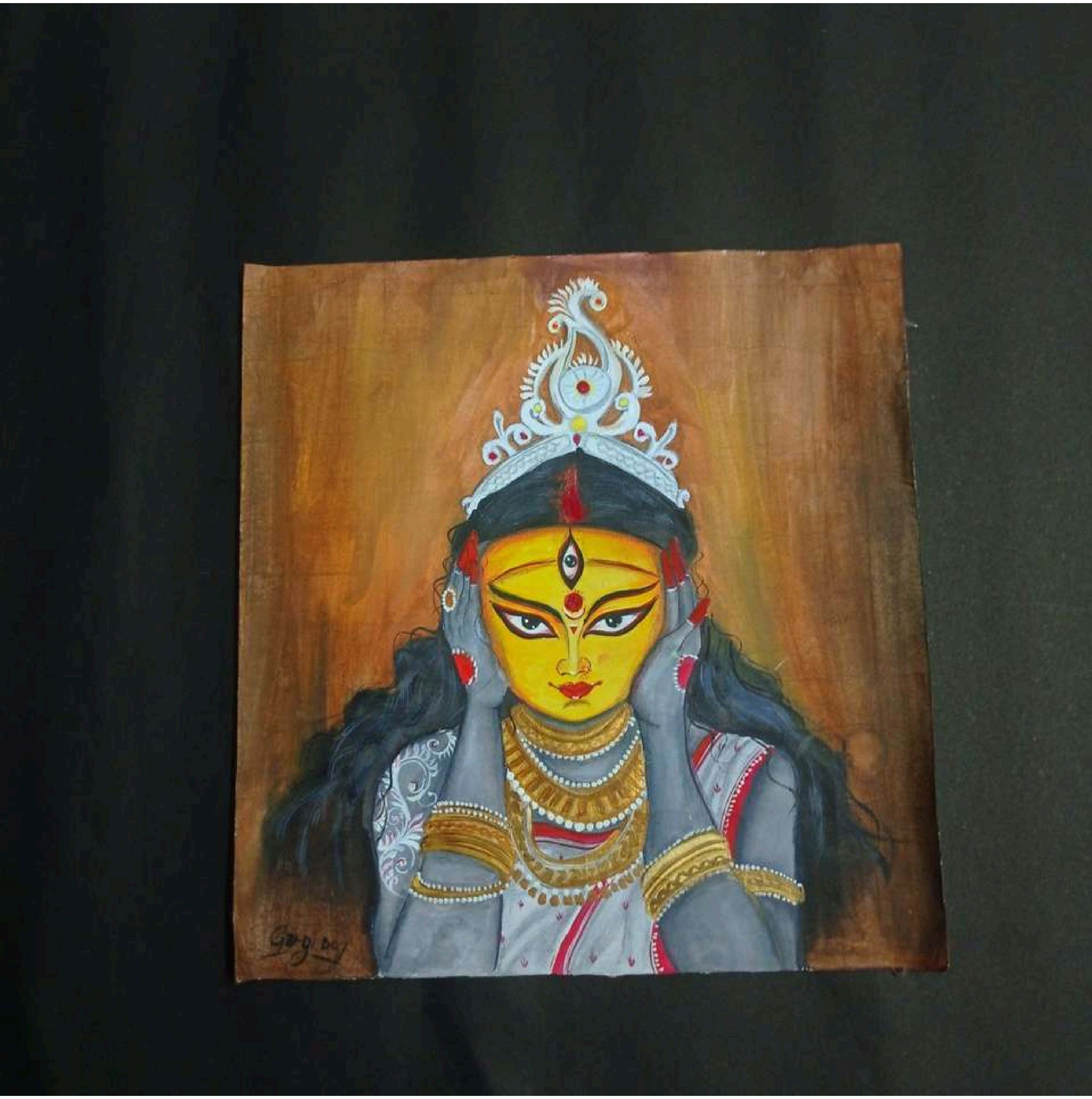

বিবেক-সেনার দল

আজি সকল নবীন ছুটেছে ওই
সত্য পথের পাটনে,
তোমার সাড়ায় জেগেছে তারা,
শক্তি এসেছে প্রাণে।
রুদ্ধ দ্বার মুছি এবার,
স্বার্থপরতা হবে জীর্ণ,
দ্বন্দ্ব এবার বন্ধ হবে,
চেতনা জাগবে শত-শত।
সকল নবীন একতাবদ্ধ হয়ে
তোমার কথায় চলবে,
বিবেক-সেনার ধ্বজা এবার
চতুর্দিকে উড়বে।
সকল দুঃখের হবে অবসান,
আসবে এবার আনন্দ,
প্রেরণা তুমি, শত্রুনাশী
সন্ন্যাসী বীর বিবেকানন্দ।

ART

A beautiful bodyperishes, but a work of
dies not "
Leonardo Da Vinci

Art speaks where words are unable to explain. Sketching is not about just coping the speciment or the object but it is the beauty of feelings and expressing your love, emotion and affection through charcoals. Every artist was first an amateur no one was born artist. It takes time, lots of patience and practice to express your feelings through drawings. No one can pay the value of any sketch with money, in simple words it's just valueless. All art is about dirtying the paper delicately. For those people who have very less knowledge about painting they see that piece of art as a waste but at the same time who have the potential to feel it understands the real meaning and value of that waste. The ability to draw depends on one's ability to see the way an artist sees. An artist loves to express their feelings, thoughts, pressure, tension, emotion, love, hate, everything through their art. For me, there is no healthier drug than creativity. Sketching is just the addiction, if you get addicted to sketching you will have the power to see the world in a different way, which is much more beautiful than the original world. There is no specific classification of what are an artist's own activities. It seeks to communicate feelings and ideas and form their own world. The artist has the universe in his mind and hands. An artist is a person able to put their point of view, their way of seeing th world and feel things on a canvas, a sheet or paper.

An artist is a dreamer, is a poet, he is a speaker, is someone provided with sensibility sufficient or necessary to make people see things through their eyes.

"What is Art ? It is the response of man's creative soul to the call of the Real "- Rabindranath Tagore

— Sourav Chatterjee

মানুষ চেনা কি এতই সহজ

AISHI CHATTERJEE
(BBAHM, 3rd Semester, 2nd Year)

কেউ কেউ বলে আমি মানুষ বড় ভালো চিনি
সত্যি কি এত সহজে চেনা যায়?
মানুষকে সহজে ভালো বলে দেওয়া—
আচ্ছা! সত্যি কি মানুষকে ভালো বলা যায়?
যে মানুষটির থেকে তুমি এক ধাপ পিছিয়ে থাকলে,
সেই মানুষটাই তোমাকে টেনে ধরবে, সব বিষয়ে পাশে থাকবে।
কিন্তু তুমি তার থেকে এগিয়ে গেলে—
তখন তার খুশি হওয়ার বদলে
সে তোমার দূরত্ব বাড়াতে চেষ্টা করবে।
আজ যদি আমরা মানুষ চিনতে পারতাম
তাহলে মনে হয় কারোর সঙ্গে সম্পর্ক থাকত না।
তাই মনে বুঝে,
মানুষ তোমার থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে দেওয়ার আগেই
তুমি তার থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে যাও।
এই পৃথিবীতে তুমি যেমনভাবে একাই এসেছ,
তেমনভাবেই একাই চলে যেতে হবে।
শুধু এতটুকু মাথায় রেখে
এগিয়ে চলো।
মনে রাখবে,
তোমার মা–বাবা ছাড়া
আর তৃতীয় কোনো ব্যক্তি
তোমার জন্য নয়।
এ কথা বলা সহজ নয়,
কিন্তু সহজ করাটা
তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়।

JUSTICE IS DELAYED, NOT DENIED

"Justice Is delayed, not denied" means that even if justice takes time, it will eventually be served. Sometimes, the legal process is slow due to many reasons like gathering evidence or lack of resources. Though delays can be frustrating, they do not mean that justice will never come. The main purpose of justice is to ensure fairness, and the legal system works to provide this to everyone. Delays might test the patience of victims or those seeking fairness, they ensure that they should trust that justice will ultimately prevail. Society should also work to reduce these delays by making the legal system faster and more efficient. It emphasized the Judicial System's commitment to ensuring all parties receive a fair hearing. While delay's can be frustrating. Throughout history, many cases have shown that law does not fail in its duty, even the journey to justice is too long. Even facing those delay's and facing obstacles justice was ultimately achieved through and the rule of law. In conclusion, while delay's in justice can be disheartening, they should not be as failures. They represent the legal system's commitment to ensuring fair and unbiased decision, even if it takes time. The phrase "JUSTICE IS DELAYED, NOT DENIED" remind us to trust in the legal system and believed that justice will ultimately be served, upholding the principles of equality and fairness.

Name – Doyal Mukherjee
Department – BBA in Hospital Management
3rd Semester

PHOTOS TAKEN BY STUDENTS

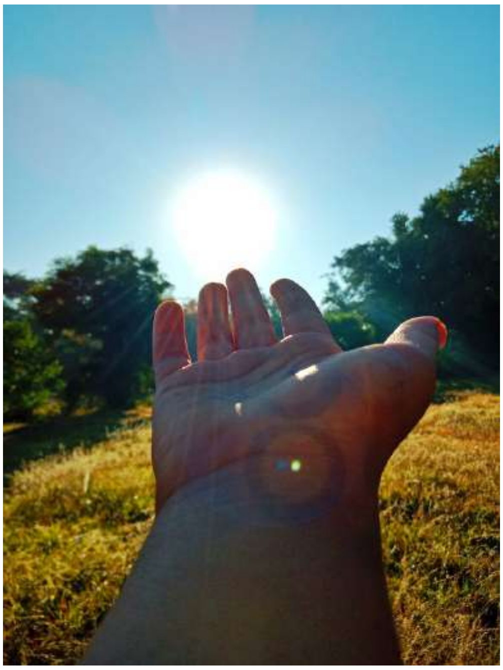

দিন পাল্টায় মানুষ বদলায়

আচ্ছা আমার বন্ধু হবে, তোমার বাড়ি কোথায়? তুমি টপাই এর
বন্ধু না?
এই ভাবেই তো মানুষ আসে মানুষের জীবনে।
দিন পাল্টায় চেনা মানুষেরা হারিয়ে যায় অচেনার ভিড়ে।
বছর ১৫ পরেই যদি দেখা হয় প্রকটে, তখন ভেবে মনে হয়
মানুষ টা কি একই আছে।
তবে গুটি কয়েক ভিড়ের মাঝে
আছে যে সে মিশে
১৫ বছর আগের টপাই একই রকম আছে।
পরিবর্তন হয়েছে তার , হয়েছে নতুন সঙ্গী
বন্ধুর অবদান কিন্তু ভোলেনি এখনও অব্দি।
আসল হলো বিশ্বাস আর কাটানো মুহূর্ত গুলো।
টোপাই আজ বাবা মায়ের কোল যে খালি করলো।
কোথাই গেলি মা রে আমার বৃদ্ধ বাবা কাঁদে,
সেই মেয়ে টা আবার তার মায়ের কোল আলো করবে?

Tulika Roy
BBA(HM)3rd Sem

EVENT PHOTOS

Ink and Ideology: History Through the Lens of Literature

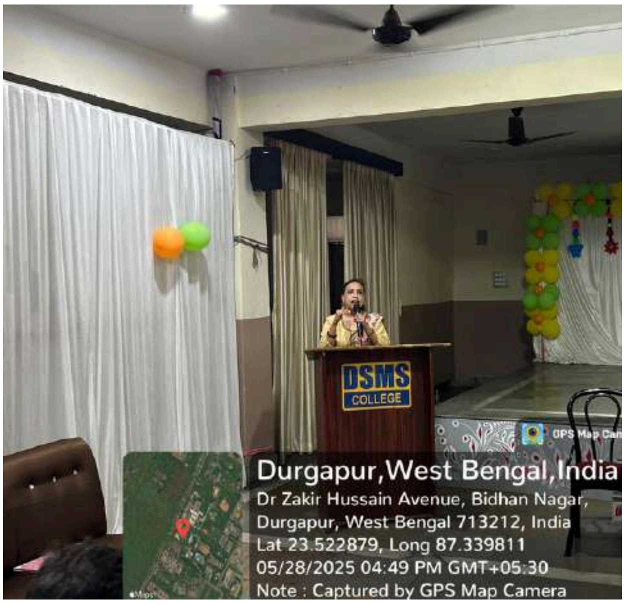

নজরুল জয়ন্তী

CLUB OF DURGAPUR SMART CITY
7TH INSTALLATION CEREMONY
GPS Map Camera
Durgapur, West Bengal, India
Dr Zakir Hussain Avenue, Bidhan Nagar,
Durgapur, West Bengal 713212, India
Lat 23.522839, Long 87.339818
07/03/2025 04:28 PM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera

২২শে শ্রাবণ

DSMS
Group of Institutions
স্মরণে রবীন্দ্রনাথ
22 শে শ্রাবণ
DATE -08.08.2025
TIME - 8PM
NAME - DR. RANJANA BHATTACHARJEE
DESIGNATION- ASSOCIATE PROFESSOR (BENGALI)
ANANDA CHANDRA COLLEGE JALPAIGURI.
THIS PROGRAM WILL BE HELD VIA
Facebook live
Google meet
Google Meet
ORGANISED BY DSMS LITERARY CLUB

Club Orientation program

Flim review workshop

প্রেম ও রং খেলা

কলমে:- তনুশ্রী পাল

ভেবেছিলাম আজ তো দোল
তাই তার সাথে একটু রং খেলবো
সকাল থেকে কত তোড়জোড় সেই নিয়ে
কত কিছু করলাম প্ল্যান
হাতের মুঠোয় আবির নিয়ে পড়লাম বেরিয়ে
হলুদ রং তো তার খুব পছন্দের
তাই তো নিয়েছি হলুদ আবির
শুনলাম আমাদের বাড়ির থেকে দু মিনিট হাঁটা
পথে ওই যে কাঠগোলাপের বাগান
ওখানেই একটা দোল উপলক্ষে ছোট একটি
অনুষ্ঠান হবে
তড়িঘড়ি চললাম তাই আবির নিয়ে ....
পৌঁছতেই তো চোখ হলো চড়কগাছ
সে তো ব্যস্ত অন্য কারোর সাথে , অন্য কারোর
হাতে রং মাখতে
মাথায় উপর যেন বাজ পড়লো
হাতের মুঠোয় থেকে আবির রয়ে পড়লো নিচে
কিছুই বলতে পারলাম না
কিছু করতেও....
চোখের কোণে জল জমলো

JAGRIতি

ধন্যবাদ

OSMS LITERARY CLUB BOITHOK (বৈঠক)